সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৬৪
WEEKLY BOOKLET:264

আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর লিখিত
"নেকীর দাওয়াত" কিতাবের একটি অংশের সম্পাদনা ও সংযোজন

আল্লাহ পাকের ভয়ে কান্না করার ফযীলত

এক মাইল পর্যন্ত বুকের গড়গড় আওয়াজ	৪
আটা ছিটিয়ে দেয়ার অভিনব অসিয়ত	১৫
এক ফোঁটা অশ্রু আর আগুনের অনেক সাগর	২০
হৃদয় কাঁপানো এক বাস্তব ঘটনা	৩০

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই বিষয়বস্তু "নেকীর দাওয়াতের" ২২৫ থেকে ২৩৮ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে

আল্লাহ পাকের ভয়ে কান্না করার ফযীলত

আত্তারের দোয়াঃ **হে মুস্তফা'র প্রতিপালক!** যে ব্যক্তি এই **"আল্লাহ পাকের ভয়ে কান্না করার ফযীলত"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে তোমার ভয়ে নিষ্ঠার সাথে কান্না করার সৌভাগ্য দান করো আর তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামাযের পর হামদ, সানা ও দরূদ শরীফ পাঠকারীকে ইরশাদ করেনঃ দোয়া করো, কবুল করা হবে। প্রার্থনা করো, প্রদান করা হবে।

(নাসায়ী, ২২০ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ১২৮১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের ভয় ও ইশকে **মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কারণে কান্না করা হলো একটি মহান নেকী। এজন্য সাওয়াব অর্জনের নিয়্যেতে এই নেকীর

www.dawateislami.net

প্রতি উৎসাহ প্রদান মূলক নেকীর দাওয়াত পেশ করতে গিয়ে কান্না করার বিভিন্ন ফযীলত বর্ণনা করা হয়। হায়! কখনো যেন আমরাও গাম্ভীর্যতা অবলম্বন করা ও **আল্লাহ পাকের** ভয় ও ইশকে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কারণে অশ্রু বিসর্জনকারী হয়ে যায়।

রুনে ওয়ালি আঁখে মাঙ্গো রুনা সব কা কাম নেহী,
যিকরে মুহাব্বত আম হে লেকীন সৌজ মুহাব্বত আম নেহী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

যারর কান্না করছে তাদের সদকায় যারা কান্না করেনি তাদের গুনাহ ক্ষমা

সুন্নাতে ভরা ইজতিমা, শিখা শিখানোর দ্বীনি হালকা এবং ইজতিমায়ে যিকির ও নাতের কথা কি আর বলবো! চেষ্টা করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এতে অংশগ্রহণ করা উচিত, জানি না কখন কার অন্তর পরিবর্তন হয়ে যায়, সে আবেগপ্রবণ হয়ে যায় এবং আন্তরিক নিষ্ঠায় তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায় আর তাকে রহমত নিজের আয়ত্বে নিয়ে নেয় এবং সেই মুখলিস বান্দার নিষ্ঠার বরকতে সেখানে উপস্থিত সকল মুসলমানকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। নেক

www.dawateislami.net

ইজতিমায় কান্না করা লোকের বরকতে ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়ার অসংখ্য লোকদের বর্ণনা এই হাদীসে মুবারাকা দ্বারা অনুমান করুন। যেমনটি একবার **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খুতবা দিলেন, তখন উপস্থিত এক ব্যক্তি কান্না করতে লাগলো। তা দেখে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: যদি আজ তোমাদের মাঝে ঐ সকল মুমিন বিদ্যমান থাকতো যাদের গুনাহ পাহাড়ের সমপরিমাণ, তবে তাদেরও এই একজন ব্যক্তির কান্নার কারণে ক্ষমা করে দেয়া হতো, কেননা ফিরিশতারাও তার সাথে কান্না করছিলো এবং দোয়া করছিলো: اَللّٰهُمَّ شَفِّعِ الْبَكَّآئِيْنَ فِيْمَنْ لَّمْ يَبْكِ অর্থাৎ হে **আল্লাহ পাক**! কান্না করছে না এমন ব্যক্তিদের পক্ষে কান্না করা ব্যক্তির সুপারিশ কবুল করো। (শুয়াবুল ঈমান, ১/৪৯৪, হাদীস: ৮১০)

হযরত মাওলানা রূম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

হার কুজা আ'বে রাওয়াঁ গুঞ্চা বুওয়াদ
হার কুজা আশকে রাওয়াঁ রহমত বুওয়াদ

(যখন আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হয়, তখন জমিনে কলি ও ফুল প্রস্ফূটিত হয় আর যখন **খোদাভীতি**তে কারো অশ্রু প্রবাহিত হয়, তখন রহমতের ফুল ফুটে থাকে)

www.dawateislami.net

মাছির মাথার সমান অশ্রু

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যেই মুমিনের চোখ থেকে **আল্লাহ পাকের** ভয়ে অশ্রু বের হয়, যদিও তা মাছির মাথার সমপরিমাণও হয়, অতঃপর সেই পানি তার চেহারার বাইরের অংশে পৌঁছে, তবে **আল্লাহ পাক** তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেন।

(শুয়াবুল ঈমান, ১/৪৯১, হাদীস: ৮০২)

কলবে মুঝতর চশমে তর সোযে জিগর সিনা তাপাঁ,
তালিবে আহ ও ফুগাঁ জানে জাহাঁ! আত্তার হে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২২২ পৃষ্ঠা)

এক মাইল পর্যন্ত বুকের গড়গড় আওয়াজ শুনা যেতো!

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام যখন নামাযের জন্য দাঁড়াতেন তখন **খোদাভীতির** কারণে এমনভাবে কান্নাকাটি করতেন যে, এক মাইল দূর পর্যন্ত তাঁর বুকের ভেতরের গড়গড় আওয়াজ শুনা যেতো। **(ইহইয়াউল উলুম, ৪/২২৪)**

জি চাহতা হে পুট কে রোওয়োঁ তেরে ডর সে
আল্লাহ! মগর দিল সে কাসাওয়াত নেহি জাতি

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পর কার মর্যাদা?

سُبْحٰنَ الله! **আল্লাহ পাকের** নিকট যার মর্যাদা যত বেশি হয়ে থাকে, সে তত বেশি **আল্লাহ পাকের** ভয়ে ভীত হয়ে থাকে, যেমনটি আপনারা এখনই হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর কান্নাকাটির অবস্থা শুনলেন। তাঁর মহান মর্যাদার কথাই বা কি বলবো! জ্বী হ্যাঁ, আমাদের **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পর সমগ্র সৃষ্টি জগতে হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام'ই উত্তম! যেমনটি ফকীহে মিল্লাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী জালাল উদ্দিন আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه তাঁর প্রশ্নোত্তর সম্বলিত কিতাব "ইসলামী তালিম" এর ১৯৪-১৯৫ পৃষ্ঠায় বলেন: "**রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পর সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হলেন হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام। অতঃপর হযরত মূসা কলিমুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام, এরপর হযরত ঈসা রূহুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এবং হযরত নূহ নজিউল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام, এই নবীগণকে মুরসালিনে উলুল আযম বলা হয়ে থাকে।" (ইসলামী তালীম, ১৯৫ পৃষ্ঠা)

পাথর ও বৃক্ষরাও কান্না করতো

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ১৬০ পৃষ্ঠা সম্বলিত "খওফে খোদা" কিতাবের ৪৫ পৃষ্ঠায়

www.dawateislami.net

রয়েছে: হযরত ইয়াহইয়া عَلَيْهِ السَّلَام যখন নামাযের জন্য দাঁড়াতেন তখন (**খোদাভীতিতে**) এমনভাবে কান্না করতেন যে, বৃক্ষ ও মাটির টিলাও সাথে কান্না করতে থাকতো, এমনকি তাঁর শ্রদ্ধেয় আব্বাজান হযরত যাকারিয়া عَلَيْهِ السَّلَامও তাকে দেখে কান্না করতেন, এক পর্যায়ে বেহুঁশ হয়ে যেতেন। লাগাতার প্রবাহিত হওয়া অশ্রুর কারণে হযরত ইয়াহইয়া عَلَيْهِ السَّلَام এর গাল মোবারকে ক্ষত হয়ে গিয়েছিলো। তাঁর শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا তাঁর পবিত্র গালে উলের ব্যান্ডেজ লাগিয়ে দিতেন। তবুও তিনি عَلَيْهِ السَّلَام যখনই নামাযের জন্য দাঁড়াতেন কান্না শুরু করে দিতেন, যার ফলে সেই উলের ব্যান্ডেজ ভিজে যেতো। শ্রদ্ধেয় আম্মাজান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا তা শুকানোর জন্য যখন নিংড়াতেন আর তিনি عَلَيْهِ السَّلَام নিজের চোখ দিয়ে বের হওয়া পানি মায়ের বাহুতে গড়াতে দেখতেন তখন **আল্লাহ পাকের** দরবারে এভাবে আরয করতেন: **“হে আল্লাহ পাক! এগুলো আমার চোখের পানি, ইনি হলেন আমার মা এবং আমি হলাম তোমার বান্দা আর তুমি হলে আরহামুর রাহিমিন অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি দয়ালু।”**

(ইহইয়াউল উলুম, ৪/২২৫)

www.dawateislami.net

শরাবে মুহাব্বাত কুছ এ্যয়সি পিলা দেয়
কাভি ভি নেশা হো না কম ইয়া ইলাহি

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮১ পৃষ্ঠা)

জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে উপত্যকা

হযরত ইয়াহইয়া عَلَيْهِ السَّلَام একবার কোথাও হারিয়ে গেলেন। তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত যাকারিয়া عَلَيْهِ السَّلَام তিন দিন ধরে খুঁজতে থাকেন, অবশেষে এক জায়গায় এই অবস্থায় দেখলেন যে, একটি খনন করা কবরে দাঁড়িয়ে কান্না করছেন। বললেন: হে আমার প্রিয় বৎস! আমি তিন দিন ধরে খুঁজছি আর তুমি এখানে কবরে দাঁড়িয়ে অশ্রু প্রবাহিত করছো? আরয করলেন: আব্বাজান! আপনি কি আমাকে বলেননি যে, **জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে একটি উপত্যকা রয়েছে, তা সেই অতিক্রম করতে পারবে, যে অধিকহারে কান্না করবে।** তখন তিনি عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: আমার বৎস! কান্না করো এবং এই বলে নিজেও তাঁর সাথে কান্না করতে লাগলেন। (শুয়াবুল ঈমান, ১/৪৯৩, হাদীস: ৮০৯)

সরফরায অইর সুরখুরো মাওলা
মুঝ কো তু রোয়ে আখিরাত ফরমা

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১১৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

অশ্রুর প্রতিটি ফোঁটা হতে একজন ফিরিশতার জন্ম

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাকের** কতিপয় ফিরিশতা এমন রয়েছে, যাঁদের পার্শ্বদেশ **তাঁর (আল্লাহ পাকের)** ভয়ে কাঁপতে থাকে, তাঁদের চোখ থেকে পতিত প্রতিটি অশ্রুর ফোঁটা থেকে একজন ফিরিশতার জন্ম হয়, যাঁরা দাঁড়িয়ে নিজের **প্রতিপালকের** পবিত্রতা বর্ণনা করা শুরু করে দেয়।

(শুয়াবুল ঈমান, ১/৫২১, হাদীস: ৯১৪)

তেরে খউফ সে তেরে ডর সে হামেশা,
মে থর থর রাহোঁ কাপতা ইয়া ইলাহি!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

ক্রন্দনকারী কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না

প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **"খোদাভীতিতে** ক্রন্দনকারী কখনোই জাহান্নামে প্রবেশ করবে না; এমনকি দুধ স্তনে ফিরে আসবে।" **(শুয়াবুল ঈমান, ১/৪৯০, হাদীস: ৮০০)** প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: অর্থাৎ যেমন দোহন করা দুধ স্তনে ফিরে আসা অসম্ভব, তেমনই সেই ব্যক্তির জাহান্নামে যাওয়া অসম্ভব। যেমনটি **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

حَتّٰی یَلِجَ الۡجَمَلُ فِیۡ سَمِّ الۡخِیَاطِ ؕ
(পারা ৮, সূরা আরাফ, আয়াত ৪০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ সুঁইয়ের ছিদ্র পথে উট প্রবেশ করা পর্যন্ত।

খোদাভীতিতে কান্না করার অনেক ফযীলত রয়েছে, **আল্লাহ পাক** নসিব করুন। (মিরাতুল মানাজিহ, ১২৫ পৃষ্ঠা)

কলবে মুঝতর কি লাজ রাখ মাওলা, ইয়ে সদা মেরি চশমে নম কি হে।
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১২৫ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের ভয়ে ক্রন্দনকারী ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেয়া হবে

হযরত আনাস رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলে পাক** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** ভয়ে কান্না করবে, **আল্লাহ পাক** তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

(ইবনে আদী, ৫/৩৯৬)

সাওযিশে সিনা ওহ জিগর দেয় দেয়
আ'রযু মুঝ কো চশমে নম কি হে
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১২৫ পৃষ্ঠা)

যদি আপনি নাজাত পেতে চান, তবে ...

হযরত ওকবা বিন আমের رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! নাজাত কি? ইরশাদ করলেন: (১) নিজের জিহ্বাকে সংবরণ করো (অর্থাৎ নিজের

www.dawateislami.net

মুখ সেখানেই খুলবে, যেখানে লাভ হবে; ক্ষতি হবে না) (২) তোমার ঘর যেনো তোমার জন্য যথেষ্ট হয় (অর্থাৎ বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হয়ো না) এবং (৩) গুনাহের কারণে কান্না করো। (সুনানে তিরমিযী, ৪/১৮২, হাদীস: ১২১৪)

লায়িকে নার হে মেরে আমাল ইলতিজা ইয়া খোদা করম কি হে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১২৫ পৃষ্ঠা)

মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো

আল্লাহ পাকের ভয় ও ইশকে **মুস্তফায়** কান্না করা সৌভাগ্যবাদেরই বৈশিষ্ট্য, কান্না করার সৌভাগ্য অর্জনের জন্য ক্রন্দনকারীদের সাহচর্য খুবই উপকারী হয়ে থাকে। আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশে আপনারা অসংখ্য ক্রন্দনকারী পাবেন। আপনিও আশিকানে রাসূলের সাহচর্য অবলম্বন করুন, তাদের সাথে মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে যান, যদি কান্না না আসে তবে আপনারও اِنْ شَآءَ الله কান্না এসে যাবে। আপনাদের উৎসাহের জন্য একটি **মাদানী বাহার** উপস্থাপন করছি, অতএব সুন্নাত প্রশিক্ষণের একটি মাদানী কাফেলা ১২ দিনের জন্য বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশের এর **ইসমাঈলের ঢানি** নামক একটি গ্রামে পৌঁছালো। এই এলাকাটি অনেকদিন ধরে

www.dawateislami.net

বৃষ্টির বরকত থেকে বঞ্চিত ছিলো আর এ কারণে লোকজন খুবই চিন্তিত ছিলো। নামাযের পর লোকেরা মাদানী কাফেলার মুসাফিরদেরকে **বৃষ্টির জন্য দোয়া** করতে বললো, আশিকানে রাসূল হাত উঠিয়ে দিলো, সকল নামাযীরাও দোয়ায় অংশগ্রহণ করলো, তখনো দোয়া অব্যাহত ছিলো, হঠাৎ আকাশে কালো মেঘ দেখা গেলো, রহমতের ঘনঘটা ছেয়ে গেলো আর দেখতে দেখতেই **মুষলধারে বৃষ্টি** শুরু হয়ে গেলো, অথচ কিছুক্ষণ আগেও আকাশ একেবারেই পরিস্কার ছিলো এবং সূর্য প্রখরভাবে চমকাচ্ছিল। সারা গ্রামে **মাদানী কাফেলা**র এই বরকতের সাড়া পড়ে গেলো। সেখানকার ওলামা ও ইমামগণ এই বৃষ্টিটিকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলার **আশিকানে রাসূলে**র দোয়ার ফসল বলে আখ্যায়িত করলো।

খুব হোঁ বা'রিশে, দুর হো খা'রিশে,
কহত কে দিন টলে, কাফিলে মে চলো।
বরসে বরসাত জব, বাগ ও গুলযার সব,
লাহলাহা নে লাগে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বৃষ্টির পানি দ্বারা রোগের চিকিৎসা

سُبْحٰنَ اللّٰه! আপনারা দেখলেন তো! মাদানী কাফেলার কিরূপ বরকত! আসলেই বৃষ্টিও **আল্লাহ পাকের** নেয়ামত, কুরআনে পাকে ২৬তম পারা সূরা ক্ব'ফ এর ৯ নং আয়াতে বৃষ্টিকে "مَّآءً مُّبٰرَكًا" কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ "বরকতময় পানি" বলা হয়েছে।

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ৪০ পৃষ্ঠা সম্বলিত "রাহে খোদা মে খরচ করনে কে ফাযায়িল' নামক পুস্তিকার ৩০ পৃষ্ঠায় রয়েছেঃ হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ একবার বলেনঃ যখন তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি **আরোগ্য** চায়, তবে কুরআনে করীমের কোন আয়াত থালায় লিখে বৃষ্টির পানি দিয়ে ধুয়ে নিবে এবং নিজের স্ত্রীর থেকে তার মোহরানার একটি দিরহাম তার সন্তুষ্টিতে নিয়ে তা দিয়ে মধু কিনে পান করুন, নিশ্চয় আরোগ্য লাভ হবে।

(আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া, ৩/৪৮। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/১৫৫)

এক চিকিৎসকের বক্তব্য হলোঃ আমি অনেক রোগীকে বিভিন্ন রোগের জন্য **মধু** ও **বৃষ্টির পানি** দিয়েছি, একে অন্যান্য ব্যবস্থাপত্রের চেয়ে সর্বাধিক উপকারী পেয়েছি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ পাকের ভয়ে কান্না করা সুন্নাত

হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; যখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হলো:

اَفَمِنۡ هٰذَا الۡحَدِیۡثِ تَعۡجَبُوۡنَ ۙ﴿۵۹﴾ وَ تَضۡحَكُوۡنَ وَلَا تَبۡكُوۡنَ ۙ﴿۶۰﴾

(পারা ২৭, নজম, আয়াত ৫৯-৬০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তোমরা কি এ বাণী তে বিস্মিত হও? আর হাসঁছো এবং কাঁদছো না।

তখন আসহাবে সুফফাগণ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এমনভাবে কান্না করলেন: তাঁদের মোবারক গাল চোখের পানিতে ভিজে গেলো। তাঁদেরকে কান্না করতে দেখে রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ও কান্না করতে লাগলেন। **তাঁর** গড়িয়ে পড়া অশ্রু দেখে তাঁরা আরো বেশি কান্না করতে লাগলেন। অতঃপর **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সেই ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যে **আল্লাহ্ পাকের** ভয়ে কান্না করলো। (শুয়াবুল ঈমান, ১/৪৮৯, হাদীস: ৭৯৮)

আল্লাহ! কিয়া জাহান্নাম আব ভি না সরদ হোগা?
রো রো কে মুস্তফা নে দরিয়া বাহা দিয়ে হে।

(হাদায়িকে বখশীশ শরীফ, ১০২ পৃষ্ঠা)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: এই শেরটিতে আমার প্রিয় আ'লা হযরত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ

www.dawateislami.net

ক্ষমাশীল **আল্লাহ পাকের** দরবারে আবেদন করছেন: হে **আল্লাহ পাক**! জাহান্নামের আগুন কি **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গোলামদের জন্য এখনো শীতল হবে না! হে আমার **প্রিয় পরওয়ারদিগার!** তোমার **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজ উম্মতের ক্ষমার জন্য দোয়া করতে গিয়ে এতো কান্না করেছেন, যেনো কেঁদে কেঁদে নদী প্রবাহিত করে দিয়েছেন।

খোদায়ে গাফফার বখশ দেয় আব তু লাজে মাহবুব রাখ হি লে আব
হামারা গমখোয়ার ফিকরে উম্মত মে দেখ আঁসো বাহা রাহা হে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪৫৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কান্নার মতো আকৃতি বানিয়ে নাও

আমীরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: "যে ব্যক্তি কান্না করতে পারে তবে কান্না করো আর যদি কান্না না আসে তবে কান্নার মতো আকৃতি বানিয়ে নাও।" (ইহইয়াউল উলুম, ৪/২০১) **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** নিঃসন্দেহে নেককারদের অনুকরণও ভালো হয়ে থাকে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ৩১৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "**ফাযায়িলে দোয়া**" এর ৮১ পৃষ্ঠায় দোয়া কবুল হওয়ার আদবের মধ্যে **আদব নম্বর ৩৩** হলো:

www.dawateislami.net

(দোয়া করার সময়) "অশ্রু প্রবাহিত করার চেষ্টা করো যদিও এক ফোঁটাই হোক, কেননা, তা কবুল হওয়ার দলীল। কান্না না এলে তবে কান্নার মতো মুখ বানাও যে, নেককারদের মতো আকৃতি বানানোও উত্তম।" দোয়ার বর্ণিত আদবের ব্যাখ্যায় আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই (কান্নার) আকৃতি বানানো অনুকরণের নিয়্যতে (অর্থাৎ ক্রন্দনকারীদের অনুকরণে) **আল্লাহ পাকের** দরবারে হতে হবে, অন্যদের দেখানোর জন্য করা রিয়া ও হারাম, এটি মনে রাখতে হবে।

নাদামত সে গুনাহোঁ কা ইযালা কুছ তো হো জাতা
মুঝে রোনা ভি তো আতা নেহি হায় নাদামাত সে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৩৮ পৃষ্ঠা)

মাথা ও দাঁড়িতে আটা ছিটিয়ে দেয়ার অভিনব অসিয়ত

নেককারদের অণুকরণের আলোকে "মা'দানে আখলাক" ১ম খন্ডের ৫৪ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত এক আকর্ষনিয় ঘটনা সামান্য পরিবর্তন সহকারে আরয করছি: এক রসিক ব্যক্তি মৃত্যুর সময় তার বন্ধুকে অসিয়ত করলো যে, যখন আমাকে দাফন করতে যাবে, তখন আমার দাঁড়ি ও মাথার চুলে "আটা ছিটিয়ে দিও"। বন্ধু বললো: আরে! তুমি সারা জীবন তো হাসি ঠাট্টা করেছো, এখন শেষ সময়ে তুমি তা থেকে বিরত

www.dawateislami.net

থাকো! সে বললো: তুমি যদি আসলেই আমার শুভাকাঙ্খি হও, তবে আমি যা বলছি তা করে দিও। বন্ধু হেসে রাজি হয়ে গেলো এবং ইন্তিকালের পর সে দাফন করার সময় তার দাঁড়ি আর মাথার চুলে আটা ছিটিয়ে দিলো। কিছুদিন পর তার মরহুম বন্ধুকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো: مَافَعَلَ اللّٰهُ بِكَ ؟ অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** তোমার সাথে কিরূপ আচরন করেছেন? মরহুম বন্ধু বললো: আমাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তুমি আটা ছিটিয়ে দেয়ার অসিয়ত কেনো করেছিলে? আমি আরয করলাম: **হে আল্লাহ পাক!** আমি **তোমার প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইরশাদ শুনেছিলাম: اِنَّ اللّٰهَ يَسْتَحِي عَنْ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسلِمِ[১] (অর্থাৎ নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** মুসলমানের বার্ধক্যকে লজ্জা করেন।) বৃদ্ধ হওয়ার আমার ক্ষমতায় ছিলো না, তাই চিন্তা করলাম: "বার্ধক্যের আকৃতি" হলেও বানিয়ে নিই। তখন **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: যাও! আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।

রহমতে হক বাহা, না মে জু'য়িদ রহমতে হক বাহানা মে জু'য়িদ

(আল্লাহর রহমত বিনিময় চায় না। আল্লাহর রহমত বাহানা চায়)

১. (আল মু'জামুল আওসাত, ৪/৮২, হাদীস ৫২৮৬)

www.dawateislami.net

সাদা চুল কিয়ামতের দিন নূর হবে

বর্তমানে সাধারণত বয়স্ক ইসলামী ভাইয়েরা সাদা চুলকে এড়িয়ে চলে, অথচ মুসলমান অবস্থায় বার্ধক্যের কারণে চুল সাদা হওয়া খুবই সৌভাগ্যের বিষয়। যেমনটি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সাদা চুল উপড়িয়ে ফেলো না, কেননা তা কিয়ামতের দিন নূর হবে। যার একটি চুল সাদা হলো, **আল্লাহ পাক** তার জন্য একটি নেকী লিখে দিবেন ও একটি গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন আর তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩/৮৬, হাদীস: ৬)

অশ্রু না মোছার ফযীলত

আমীরুল মুমিনীন হযরত মাওলায়ে কায়েনাত আলীউল মুরতাজা শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: "যখন তোমাদের মধ্যে কারো **আল্লাহ পাকের** ভয়ে কান্না আসে তবে সেই অশ্রু কাপড় দিয়ে পরিস্কার করো না বরং গাল দিয়ে বয়ে যেতে দাও, কেননা সে এই অবস্থাতেই **আল্লাহ পাকের** দরবারে উপস্থিত হবে।" (শুয়াবুল ঈমান, ১/৪৯৩, হাদীস: ৮০৮)

রোতা হুয়া মে আ'ওঁ দাগে জিগার দিখাওঁ
আফসানা ভি সুনাওঁ মে আপনি বে কসি কা

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৯৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

ঘরে গোপনে কান্না করা উত্তম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! **আল্লাহ পাকের** ভয় ও ইশকে **মুস্তফায়** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বের হওয়া অশ্রু অবশ্যই না মোছা উচিত, কিন্তু অন্যদের উপস্থিতিতে কান্না করার সময় একথা ভেবে নেয়া জরুরী যে, না মোছার উদ্দেশ্য এটা তো নয়, মানুষ আমার অশ্রু দেখুক, যাতে আমার প্রতি ভক্তি আসে যে, বাহ! অনেক বড় নেককার লোক বা অনেক বড় আশিকে রাসূল! مَعَاذَ الله এমন হলে তবে তা **লৌকিকতা**, এবার অশ্রু না মোছার ফযীলত কি রইলো! উল্টো জাহান্নামের হকদার হবে। যার সবার সামনে কান্না করাতে "লৌকিকতা"র সন্দেহ হবে, তার উচিত যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ৭৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত "**আখলাকে সালেহীন**" কিতাবের ৩০ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত এই ঘটনাটির প্রতি দৃষ্টি রাখা: হযরত আবু উমামা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এক ব্যক্তিকে দেখলেন; সে সিজদায় কান্না করছে, তখন তিনি বললেন: نِعْمَ هٰذَا لَوْ كَانَ فِيْ بَيْتِكَ حَيْثُ لَا يَرَاكَ النَّاس অর্থাৎ এটা (কান্না করা) ভালো কাজ, যদি ঘরে হতো, যেখানে লোকেরা দেখবে না। (তানবীহুল মুগতাররিন, ৩২ পৃষ্ঠা)

মেরে চেহরে পর কাফন ডাক দিজিয়ে
সাথিয়ো রুসওয়া মুঝে মত কিজিয়ে

www.dawateislami.net

বাড়তে জাতে হে গুনাহ আত্তার আহ!
কুছ তো ইযহারে নাদামত কিজিয়ে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২১৯ পৃষ্ঠা)

অশ্রু দাঁড়ি দিয়ে মুছতেন

হযরত মুহাম্মদ বিন মুনকাদির رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন কান্না করতেন তখন নিজের চেহারা ও দাঁড়িতে অশ্রু মুছে নিতেন আর বলতেন: আমি জানতে পেরেছি যে, আগুন ঐ জায়গা স্পর্শ করবে না, যেখানে আল্লাহ পাকের ভয়ে বের হওয়া অশ্রু লেগেছে। (ইহইয়াউল উলুম, ৪/২০১) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইয়া খোদা বেহরে রযা আত্তার কো ওহ আঁক দেয়
হো গমে মাহবুব মে আঁ'সু বাহানা জিস কা কাম

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৫৪ পৃষ্ঠা)

কান্না না এলে তবে কান্না করার চেষ্টা করুন

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বিন আস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: "কান্না করো! যদি কান্না না আসে তবে কান্না করার চেষ্টা করো, ঐ সত্তার শপথ যাঁর কুদরতের আয়ত্বে আমার প্রাণ! যদি তোমাদের মধ্যে কেউ জানতো, তবে সে

www.dawateislami.net

এমনভাবে চিৎকার করতো যে, আওয়াজ ফেঁটে যেতো আর এমনভাবে নামায পড়তো যে, তার পিঠ ভেঙে যেতো।" (আয যুহদু লিইবনিল মুবারক, ৩৫৬ পৃষ্ঠা, নম্বর ১০০৭) এই উদ্ধৃতির পর হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম **আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী** رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **ইহইয়াউল উলুম** ৪র্থ খন্ডের ২৩০ পৃষ্ঠায় লিখেন: তিনি যেনো **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই হাদীসে মোবারাকার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যাতে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যদি তোমরা ঐ বিষয় জানতে যা আমি জানি, তবে তোমরা হাসতে কম আর কাঁদতে বেশি।" (বুখারী, ৪/২৪৩, হাদীস: ৬৪৮৫)

সোযিশে ইশক মে জলতা হি রাহোঁ মে হারদম
আঁখ সে গম মে তেরে খোন বরসতা দেখোঁ

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১২১ পৃষ্ঠা)

এক ফোঁটা চোখের পানি দিয়ে, আল্লাহ্ পাক আগুনের বহু সাগর নিভিয়ে দেবেন

হযরত সায়্যিদুনা আবু সোলায়মান দারানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেছেন: (**আল্লাহ্ পাকের** ভয়ে) যেসব চোখ অশ্রু সজল হবে কিয়ামত দিবসে সেই চেহারা কালো হবে না এবং লাঞ্ছিত হবে না। আর যদি ছলছল প্রকৃতির সেই চোখ দিয়ে

www.dawateislami.net

অশ্রু গড়িয়ে আসে তাহলে **আল্লাহ পাক** তার অশ্রুর প্রথম ফোঁটাতেই আগুনের বহু সাগর নিভিয়ে দেবেন। আর কোন জাতির একজন লোকও যদি (আল্লাহ পাকের ভয়ে) কান্না করে, সে জাতির উপর রহমত বর্ষণ করা হয়ে থাকে।

(ইহইয়াউল উলুম, ৪র্থ খন্ড, ২০১ পৃষ্ঠা)

আগ দোযখ কি জালা হি নেহি চাকতি উনকো
ইশক কি আগ মে দিল জিন কে জালা করতে হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৪৩ পৃষ্ঠা)

এক ফোঁটা চোখের পানি, এক হাজার দীনার সদকা করার চেয়েও উত্তম

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর বিন আছ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: "আল্লাহ পাকের ভয়ে প্রবাহিত হওয়া এক ফোঁটা চোখের পানি আমার দৃষ্টিতে এক হাজার দীনার সদকা করার চেয়েও শ্রেষ্ঠ।" **(শুআবুল ঈমান, ১ম খন্ড, ৫০২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮৪২)**

দুর্‌রে নায়াব বিলা শক হে ওহ হিরে আনমোল,
আশক আ'ক্বা কি জো ইয়াদো মে বাহা কর তে হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৪৩ পৃষ্ঠা)

মাটিতে গড়িয়ে পড়া অশ্রুবিন্দুর ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা কাআবুল আহবার رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: "আল্লাহ পাকের ভয়ে চোখের পানি প্রবাহিত করা আমার

www.dawateislami.net

দৃষ্টিতে নিজের ওজন পরিমাণ স্বর্ণ সদকা করার চাইতেও অধিক পছন্দনীয়। কেননা, যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের ভয়ে কান্না করে তার চোখের পানির একটি বিন্দুও যদি মাটিতে পড়ে তাহলে আগুন তাকে (কান্না করা ব্যক্তিকে) স্পর্শ করবে না।" (দুররাতুন নাছিহীন, ২৫৩ পৃষ্ঠা)

ইয়া রব বাচা লে তু মুঝে নারে জাহান্নাম সে
আওলাদ পে ভি বাল্‌কে জাহান্নাম হারাম হু।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৮৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের ভয়ে বের হওয়া অশ্রুবিন্দু হুরেরা মুখে মেখে নিল

হযরত আহমদ বিন আবুল হাওয়ারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি একটি হুর স্বপ্নে দেখলাম। তার চেহারায় নূরের চমক ছিলো। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: তোমার চেহারার এই জ্যোতি ও ঔজ্জ্বল্য কী কারণে হয়েছে? সে বলল: আপনার কি সে রাতের কথা মনে আছে, আপনি যে কান্না করেছিলেন? আমি বললাম: হ্যাঁ। সে বলল: আমাকে আপনার অশ্রু এনে দেওয়া হয়েছিল। তখন আমি তা আমার চেহারায় মেখে নিয়েছিলাম। ফলে আমার চেহারার জ্যোতি আর ঔজ্জ্বল্য আপনার সেই অশ্রুর কারণেই হয়েছে। (রিসালায়ে কুশাইরিয়া, ৪২২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদেরও বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

গুনাহ্ করা সত্ত্বেও আনন্দে থাকা, জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে পারে

কোন ইবাদত গুজার বুজর্গের বাণী: 'যদি কোন ব্যক্তি গুনাহ্ করে আর নির্বিকার ভাবে আনন্দও করে তাহলে সন্দেহাতীতভাবে জানিও যে, সে বেপরোয়া ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।' সেখানে গিয়েই সে কান্না করবে। আর যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের আনুগত্য করে থাকে, তার পরও **আল্লাহ্ পাকের** ভয়ে কান্না করতে থাকে, তাহলে জেনে রাখো নিঃসন্দেহে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। সেখানে সে আনন্দে থাকবে।

(আল মুনাব্বিহাত আ'লাল ইস্তিদাদ লিইয়াউমিল মায়াদ, ৫ পৃষ্ঠা)

ওম্র বাদিওয় মে সারি গুযারি হায় ইয়ে পির ভি নেহি শরমসারি
বখশ মাহবুব কা ওয়াসেতা হে, ইয়া খোদা তুঝ সে মেরি দু'আ হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৩৪ পৃষ্ঠা)

নির্ভয়ে গুনাহ্ করা খুব জঘন্য বিষয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এমনিতেই তো গুনাহ্

www.dawateislami.net

বলতেই মন্দ এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। কিন্তু হেসে হেসে ও নির্ভয়ে গুনাহ করা মহা ধ্বংসাত্মকই হয়ে থাকে। নিঃসঙ্কোছে যারা গুনাহ করে চলে তাদের উচিত **আল্লাহ পাকের** কহর ও গজবকে ভয় করা। **আল্লাহ**র কসম, জাহান্নামের তাপ কেউ সহ্য করতে পারবে না। **আল্লাহ পাক** দশম পারায় সূরা তাওবার ৮১ ও ৮২ নম্বর আয়াতে জাহান্নামের অবস্থার কথা ঘোষণা করছেন:

قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ؕ لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ﴿۸۱﴾ فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا ۚ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "আপনি বলুন, জাহান্নামের আগুন সর্বাপেক্ষা বেশি গরম। যেকোন প্রকারে তাদের তা বুঝে আসতো! সুতরাং তাদের উচিত যেন অল্প হাসে ও অধিক কাঁদে।"

... তাহলে হাসতো কম, কান্না করতো বেশি

সদরুল আফাজিল হযরতুল আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উক্ত আয়াতে করীমার টীকায় লিখেন: পৃথিবীতে আনন্দিত হওয়া ও হাসা চাই কতই দীর্ঘ সময়ের জন্যই হোক, কিন্তু তা আখিরাতের কান্নাকাটি করার তুলনায় অতীব নগণ্যই। কেননা, পৃথিবী নশ্বর (ধ্বংসশীল) এবং আখিরাত অনন্ত (স্থায়ী)। অর্থাৎ আখিরাতে

www.dawateislami.net

কান্নাকাটি পৃথিবীর হাসি-আনন্দ ও মন্দ কাজের (অর্থাৎ গুনাহের) বদলা স্বরূপই। হাদীস শরীফে রয়েছে: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমি যা জানি, তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে তোমরা কম হাসতে আর অধিক কান্না করতে।" **(সহীহ বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ২৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৪৮৫)**

মেরে আশক বেহতে রহে কাশ! ঘর দম
তেরে খওপ সে ইয়া খোদা ইয়া ইলাহি।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

হে হেসে হেসে গুনাহ কারী!

হে হেসে হেসে গুনাহকারী মুর্খরা! মৃত্যু তোমাদের উদাস হাসির পরিসমাপ্তি ঘটাবার পূর্বেই সত্যিকার তাওবা করে নাও। নিজেকে শঙ্কিত করার, পরিমার্জিত করার এবং কান্না করতে করতে জাহান্নামে যাওয়া থেকে পরিত্রাণ দেবার জন্য নিচের বর্ণনাটির প্রতি দৃষ্টি দাও।

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "হে লোকেরা! তোমরা কান্না করতে থাকো। কান্না না এলে কান্নার চেষ্টা করতে থাকো। কেননা, জাহান্নামীরা জাহান্নামে কান্না করতে থাকবে, এমন কি তাদের চোখের পানি তাদের মুখে এমনভাবে গড়াতে থাকবে, যেন নালা সৃষ্টি হয়ে গেছে।

www.dawateislami.net

চোখের পানি যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন রক্ত বইতে থাকবে। চোখ আহত হয়ে যাবে। এমন যে, তাতে যদি নৌকা চালিয়ে দেওয়া হয়, চলতে থাকবে।”

(শরহুস সুন্নাতি লিল বগভী, ৭ম খন্ড, ৫৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৩১৪)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উক্ত হাদীস শরীফের টীকায় লিখেন: (অর্থাৎ) জীবন থাকতেই নিজের গুনাহগুলোকে ভয় করো। আল্লাহকে ভয় করো। তাঁর রহমতের প্রার্থনা কর। **তাঁর হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইশকে যত পারা যায় কান্না কর। এমনি কান্নার পরিণাম اِنْ شَآءَ الله অত্যন্ত ভালো হবে।

(মিরআতুল মানাজীহ্, ৭ম খন্ড, ৫৪৫ পৃষ্ঠা)

মুঝ খাতার কার পর ভি আ'তা কর বে হিসাব বখশ দে রব্বে আকবার
মুঝ কো দুযাখ সে ডার লাগ রাহা হে ইয়া খোদা তুঝ সে মেরি দু'আ হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৩২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ভাবাবেগ পূর্ণ দোয়া কোথা হতে কোথায় পৌঁছে দিলো!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শয়তানকে তাড়াবার জন্য, ঘুমন্ত ভাগ্যকে জাগ্রত করার জন্য, হৃদয়ে আল্লাহ পাকের ভয়

www.dawateislami.net

বৃদ্ধি করার জন্য, সত্যিকার তাওবা করার সৌভাগ্য অর্জনের জন্য, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিরহে প্রবাহিত করার জন্য, আপনার অন্তরকে মদীনা বানানোর জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকার জন্য, আপনার ঈমানকে হিফাজত করার জন্য নামাযের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখুন। সুন্নাত অনুযায়ী আমল করুন। নেক আমল অনুযায়ী জীবন গড়ুন। আর এতে অবিচল ও অটল থাকার জন্য প্রতিদিন পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করে করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করতে থাকুন। প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে আপনার এলাকার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যিম্মাদারের কাছে তা জমা দিয়ে দিন। আর মাদানী উদ্দেশ্য **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে"**-এ পৌঁছাবার জন্য নিয়মিত প্রতি মাসে কম পক্ষে তিন দিনের সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করুন। আসুন! এবার উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে আপনাদের একটি মাদানী বাহার শুনাই: তান্দলিয়া নাওয়ালার (জিলা সরদারাবাদ, পাঞ্জাব) এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সার সংক্ষেপ হচ্ছে: اَلْحَمْدُ لِلّٰه, আমি

www.dawateislami.net

যখন প্রথম বার (১৪২৬ হিজরী মোতাবেক ২০০৫ ইংরেজিতে) আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আন্তর্জাতিক তিন দিন ব্যাপী সুন্নাতে ভরা ইজতেমায় (সাহরায়ে মদীনা, মদীনাতুল আউলিয়া, মুলতান শরীফ) অংশগ্রহণ করলাম, সাথে সাথে দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম। আমার এমন উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হলো, বাবুল মদীনা করাচী এসেই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র জামেয়াতুল মদীনায় দরসে নেজামীতে ভর্তি হয়ে গেলাম, আর এই বর্ণনা দেওয়ার সময় আমি اَلْحَمْدُ لِلّٰه 'দাওরায়ে হাদীসে' অধ্যয়ন করছি। আমার এক বন্ধু প্রথমে দ্বীনি পরিবেশে ছিল। সে মদ্যপায়ী বন্ধুদের সঙ্গের কারণে নষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহর পানাহ! নামাযও ছেড়ে দেয়। ব্যাপারটি আমাকে খুব ব্যথিত করে। আমি যখন আমাদের গ্রাম মাসরিরাচক, তান্দলিয়া নাওয়ালায় যেতাম তখন তাকে **একক প্রচেষ্টা** চালাতাম। সে শুনছে কি শুনছে না ভাব করে থাকত। আমি কিন্তু হাল ছাড়িনি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি আন্তর্জাতিক তিন দিন ব্যাপী সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আবার তাকে দাওয়াত দিলাম (১৪২৭ হিজরী মোতাবেক) ২০০৬ সালে। ইজতিমার সময় হলো। ইজতিমা হয়েও গেলো। তার সাথে আমার সাক্ষাৎ

www.dawateislami.net

হতে পারেনি। ঈদের দিনে আমি ঘর থেকে বাইরে চোখ রাখতেই দেখতে পেলাম, পাগড়ী-পরিহিত হালকা দাঁড়ির এক ইসলামী ভাই দূর থেকে আমার ঘরের দিকে আসছেন। আমি তাঁকে চিনতে পারছিলাম না। তিনি যখন কাছে আসেন, আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাই। কারণ, ইনি ছিলেন আমার বিপথে চলে যাওয়া সেই বন্ধুটি। ভালবাসার কারণে আমি তাকে বুকের সাথে জড়িয়ে নিলাম। আর আমি তাকে মোবারকবাদ জানালাম দ্বীনি পরিবেশে পুনরায় ফিরে আসার জন্য। আমি যখন তাকে এই মাদানী পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন: আপনার দাওয়াত পেয়ে আমি তিন দিন ব্যাপী সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় (সাহারায়ে মদীনা, মুলতান শরীফ) উপস্থিত হয়েছিলাম। সেখানকার মন-বিগলিতকারী সমাপনী মুনাজাত আমার হৃদয়ে মাদানী পরিবর্তন সৃষ্টি করে। মুনাজাতে **আল্লাহ পাকের** ভয়ে অনেক কান্না-কাটি করেছি। আমার অন্তর আমাকে ধমক দিয়ে বলল: দেখছ তো! নেককার পরহেজগার আশিকানে রাসূলেরা গুনাহ থেকে তাওবা করে পরওয়ারদিগারের পাক দরবারে কান্না-কাটি করছে। চোখের পানি ফেলছে। আর তুমি! তুমি তো আপাদমস্তক গুনাহে ডুবা। অথচ তুমি তা অনুভবও করছ না।

www.dawateislami.net

ব্যস! আমার মনের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেলো। আমিও অনেক কান্না করলাম। আর কাঁদতে কাঁদতে বিগত গুনাহগুলো থেকে তাওবা করে নিই। তখনই দাঁড়ি শরীফ সাজানোর ও পাগড়ী পরিধান করার দৃঢ় সংকল্প করি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه, তিনি অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বিভিন্ন দ্বীনি কাজে অংশ নিতে থাকেন। আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা বাবুল মদীনা করাচী এসে মাদানী কাফেলা কোর্স করার সৌভাগ্যও অর্জন করেন। দ্বীনি কাজে উন্নতি করতে করতে আট নয় মাসেই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যেলী মুশাওয়ারাতের নিগরান হয়ে যান।

বুরি ছুহবত সে কানারা কশি কর
কে আচ্ছোঁ কে পাস আ'কে পা মাদানী মাহল
তানায্যুল কে গহরে গড়ি মে থে উনকি
তারক্কি কা বয়িস্ বানা মাদানী মাহলো।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬০৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হৃদয় কাপাঁনো এক বাস্তব ঘটনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই মাদানী বাহার থেকে আমরা শিক্ষা পেলাম যে, বিশেষ করে নিজেদের পরিচিত ও

www.dawateislami.net

আপনজনদের বদ আমলের জন্য অন্তর কান্না করতে থাকা এবং তাদরে জন্য **একক প্রচেষ্টা** অব্যাহত রাখা আবশ্যক। কারণ, বলা যায় না যে, কার অন্তর কখন ফিরে যায়। এও শিক্ষা পেলাম যে, অসৎসঙ্গ থেকে সর্বদা দূরে থাকা উচিত। কেননা, তা ভালো নেককার বান্দাদেরকেও শয়তানের পায়ের কাছে নিয়ে যায়। ইসলামী ভাইয়ের সৌভাগ্য তো এটাই যে, নিজ সহানুভূতিশীল ইসলামী ভাইয়ের প্রচেষ্টা ও একক প্রচেষ্টায় মদ্যপায়ীর কবল থেকে বের হয়ে আসতে সফল হয়েছেন। না হয়, অসৎসঙ্গ বিশেষ করে মদ্যপায়ী ও জুয়াড়ীদের সঙ্গ মানুষকে এমনভাবে ধ্বংস করে দেয় যে, স্বয়ং ধ্বংসই কেঁপে ওঠে। জুয়াড়ীদের সঙ্গদানের এক ভয়ানক পরিণতির বাস্তব ঘটনা শোনাচ্ছি। মন দিয়ে শুনুন। আর অসৎসঙ্গ থেকে সর্বদার জন্য তাওবা করে নিন। শুনুন, পাঞ্জাবের এক মহল্লায় এক ধরনের অজানা কোন গন্ধ অনুভূত হতে থাকে। এলাকাবাসীরা খুঁজতে খুঁজতে কোথাও গিয়ে এই দুর্গন্ধের উৎসটি বের করল। দুর্গন্ধ আসছিল একটি বদ্ধ ঘর থেকে। অতএব, পুলিশকে খবর দেওয়া হলো। পুলিশদের সামনে তালা খুলে যখন ঘরে প্রবেশ করল, সকলেরই চোখ উপরে উঠে যায়। চৌকির উপর এক যুবকের লাশ। লাশটির

www.dawateislami.net

অংশ বিশেষ গলে গিয়েছিল। সেখানে কীট ইত্যাদি কিলবিল করছিল। এই দৃশ্য দেখে শিশুরা সহ বেশ কিছু লোক বেহুশ হয়ে যায়। খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেল, এই যুবকটি মজুরী করার জন্য এই এলাকায় এসেছিল। ভাড়া ঘরে সে বসবাস করত। কিছু জুয়াড়ীদের সাথে তার বন্ধুত্ব ছিল । এক দিন এই যুবকটি জুয়া খেলায় তার বন্ধুদের কাছে অনেক টাকা জিতে যায়। হেরে যাওয়া জুয়াড়ী বন্ধুরা অপহৃত (হারানো) টাকা পুনরুদ্ধারের জন্য তাকে গলায় ফাঁস দিয়ে এবং কারেন্টের শক দিতে দিতে মেরে ফেলে। পরে তাকে কবরস্থ না করে ঘরে তালা লাগিয়ে তারা পালিয়ে যায়।

এ্যায় জুয়ারি তু জুয়ে সে বায আ'
ওয়ারনা পাস্ জায়ে গা জিস দিন তু মেরা
তু নেশে সে বায আ'মত পি শারাব
দো জাহা হোজা য়ে গে ওয়ারনা খারাব
হো গেয়া তুঝ সে খোদা নারায্ আগার
কাবর সুন লে আ'গ সে জায়েগি ভর।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৬৮,৬৬৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আল্লাহর ভয়ে কান্নাকারীকে ক্ষমা করে দেয়া হবে

হযরত আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের ভয়ে কান্না করে, আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

(ইবনে আদী, ৫/৩৯৬)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৪২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net